পুণ্য ব্রহ্মসি গ্রন্থাবলী
৩য় গ্রন্থ।

দরাগ।

A collection of religious songs

"[illegible]"

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

আষাঢ়, ১৩১৮ সাল।

মূল্য ৸৹ বার আনা।

কলিকাতা ঃ

৬২ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, "পুণ্য যন্ত্রে"
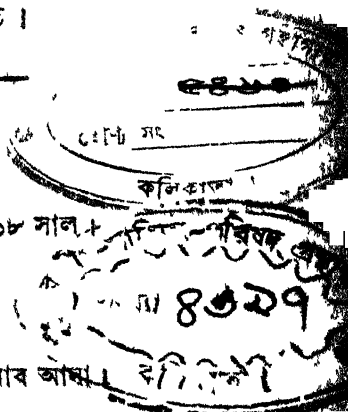
এন দত্ত আলি খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যা স্বর্গগতা মাতৃদেবী ৺ নীপময়ী দেবীর
উদ্দেশে পদরাগ উৎসর্গীকৃত হইল।

লহ এই পদরাগ জননি আমার!
যবে তুমি ছিলে গেহে,
পাইয়া তোমার স্নেহে
জীবন খেলিত যেন পরাণে সবার;
তোমার আলোকে মাত!
সবাই জোছনা-স্নাত—
সুধামাখা শুভবাণী শুনিতরে সার।
তপস্যার পুণ্যফলে
গিয়াছ অমৃত কোলে
শুনিতে শুনিতে মধু বীণার ঝঙ্কার;
জীবনের সার ব্রত
ধরে'ছিলে অবিরত
ব্রতভঙ্গ একদিনো হয়নি তোমার।
গিয়াছ পিতার কাছে
যেথা চির স্বর্গ রাজে,
শোভে যেথা পারিজাত ফুলের বাহার।
তোমারে হারায়ে আজ

সবাই মলিন সাজ—
নিবিয়াছে দীপালোক হয়েছে আঁধার।
শূন্য গৃহে দিবারাতে
ডেকে ডেকে প্রাণনাথে
পাইয়াছি একবিন্দু কৃপাবারি তাঁর;
সেই কৃপাবারি পরে
রাগের অলক্ত ঝরে
রচিয়াছি পদরাগ শোভার আধার।
কর এরে অঙ্গশোভা
ফুটায়ে শ্রী মনোলোভা,
লহ হৃদয়ের এ রক্ত চন্দন-সার;
লহ এই পদরাগ জননি আমার!

নিবেদন।

সন ১৩১১ সালের চৈত্রমাসে পদরাগের পদগুলি রচিত হয়। তাহার কয়েক মাস পরে কতকগুলিমাত্র পদ "পদরাগ" এই শিরোনাম দিয়া 'পুণ্য' পত্রে প্রকাশিত হয়, এবং তৎপরে সময়ে সময়ে সাহিত্য, মৃণ্ময়ী প্রভৃতি মাসিকপত্রে গুটীকয়েক পদ প্রকাশ করি—এক্ষণে সেইগুলি স্থলে স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া এবং তদতিরিক্ত আরো অনেকগুলি পদ একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলাম। সমস্ত পদগুলিই সুরে বসান হইয়াছে। যে সময়ে যে সুরটী যে পদের অনুযায়ীরূপে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে সেই রাগেই পদটীকে রঞ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু একটীতেও তাল বসান নাই। রাগ বা সুর দেওয়া রহিল, ভাল ওস্তাদ বা গায়ক হইলে যে কোন তালে গানটীকে নিয়মিত করিয়া লইতে পারিবেন। কবীর নানক প্রভৃতি ভক্তগণের পদ বা 'শবদ'গুলি এবং আমাদের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদগুলিও বড় একটা তালের ধার ধারে না ; তাঁহারা সুর দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন—ভাল ওস্তাদ গায়কেরা তালে বসাইয়া গাহিয়া থাকেন। বিক্রমোর্ব্বশীর গীতগুলিতেও তালের উল্লেখ নাই, সুর বা রাগেরই উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের অনেকগুলি গানই চতুর্দ্দশপদী। অনেকের ধারণা চতুর্দ্দশপদী সুরে বসান যায় না বা সুরে বসাইলে ভাল শুনায় না। এ কথার অর্থ বুঝি না। যে দেশে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য গীত হইয়া এককালে লোকমুগ্ধ করিত, সেখানে সামান্য চতুর্দ্দশপদী যে উপযুক্ত সুরে বসাইলে মধুর শুনাইবে না কেন তাহা বুঝিতে পারি না।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র।

পদরাগ।

বিভাস।

প্রভো! তব পদসেবা করিব হে চিরকাল,
প্রেমের বেতন দিয়া করে' রাখো মোরে ভৃত্য,
প্রিয়কার্য্য উপাসনা করিব জীবনে নিত্য ;
অন্তিমে দেখিও যেন বঞ্চিত না করে কাল।
বিষয়ের মায়াদাসী প্রলোভনে ভুলাইতে
আসে যায় কতবার বিষমন্ত্র কাণে দিতে—
করিবে সামান্য কায শুধু ল'বে পাপভার,
সেথা পাবে ধনজন ঐশ্বর্য্য বেতন সার।—
প্রভু! আমি কতকাল তোমার পুরাণ ভৃত্য,
তব পদে লেগে আছে মম প্রাণ মন চিত্ত ;
দয়া কর মোর প্রতি তুমি অগতির গতি,
মোর চির জনমের তুমি একমাত্র পতি ;
তোমার গৌরবে প্রভো! আমার গৌরব জাগে,
হৃদয় রঞ্জিত কর তব চির পদরাগে।

———

প্রত্যুষে।

ভৈরব।

প্রত্যুষে জাগিয়া উঠি নিত্য নমি তব পায়,
পূর্ব্বদিক অরুণিত যবে বিমল প্রভায়।
এ সময়ে গ্রহতারা করি' শেষ প্রদক্ষিণ,
ল'য়ে শুভ্র জপমালা ধ্যানেতে বসিছে লীন ;
বিহগেরা গাহে গীত তব নাম বনে বনে,
এ শুভ মুহূর্ত্তে জাগি ধ্যান করি এক মনে।
তব দরশন নিতে উঠে দেখি শুকতারা,
উঠিয়া সবার আগে চেয়ে থাকে আত্মহারা ;
চারিদিকে পুষ্পরাজি শিশিরেতে স্নান করি'
তোমারই মধুগন্ধ ল'য়ে যায় প্রাণ ভরি'।
তব ওই মুখচ্ছবি রজনীর অবসানে
নিস্তব্ধ দাঁড়ায়ে দেখি সুবিমল শান্ত প্রাণে ;
এ সময়ে পূজা করে' সর্ব্ব পাপ দূরে যায়
মোহ অন্ধকার যত দিবাকর সুপ্রভায়।

পূর্ণদাতা।

সর্‌ফর্দ্দা।

শক্তি তাঁর খেলিতেছে অণুতে অণুতে,
তাঁর বলে চলাচল করে পঞ্চভূতে ;
বিরাজেন এক বরেণ্য জগৎ পিতা,
সবার পালক মহান ব্রহ্ম সবিতা ;
অনন্ত সম্পদ তাঁর, ভোগের বিষয়
সবারে করেন দান চরাচরময়।
এই সে অনন্ত লোক তিনি অনুক্ষণ
পরম করুণা-হস্তে করেন পালন ;
কত নব নব নিত্য রসের আস্বাদ
লভিছে সবাই—কেহ নাহি যায় বাদ।
সকলের উচ্চে তাঁর রাজ সিংহাসন,
সেথা হ'তে করিছেন ভোগ্য বিতরণ ;
বিশ্বমাঝে তিনি এক সবাকার পাতা,
চিরভোগে সবে মত্ত তিনি পূর্ণদাতা।

———

নিশিদিন জপ'।

ললিত।

নিশিদিন জপ' জপ' সেই ইষ্টদেবে
হৃদয়ের নিকেতনে সঙ্গোপনে এবে।
যদি কভু পড় ঘোর কঠিন বিপদে,
সংসারে সহায় দেখ নাহি কোন মতে,
সে সময়ে মনে মনে তাঁরে একবার
ডেকো তুমি প্রাণ ভরে'—খুলিয়া দুয়ার
দেখিবে উজলি' হৃদে দীপ্ত মহিমায়
আসিবেন প্রভু, দিতে সান্ত্বনা তোমায়।
সেই শুভ মুহূর্ত্তে একান্ত নিভৃতে
দেখা পেলে, সযতনে বসাইয়া চিতে,
যাহা বলিবার আছে, তাঁরে নিরজনে
ডেকে বল' সব কথা, পাবে তৎক্ষণে ;
এমন পরম সখা কোথা পাবে আর—
তিনি মাতা পিতা স্বামী ধনজন সার।

দুই পক্ষ।

বিভাস।

সংসারে আসিয়া যদি মুক্ত হ'তে চাও,
বিহগের মত দুই পক্ষে উড়ে যাও ;—
একপক্ষ প্রিয়কার্য্য, আর উপাসনা,
এ দুয়ের সহায়েতে পূরিবে বাসনা।
কর্ম্মে জাগে মহাশক্তি, সুনীরব ধ্যানে
তাঁর সাথে মহাযোগে সুপ্রসাদ আনে ;
মধ্যবিন্দু বিরাজেন বিধাতা প্রণব,
তিনি দেখিছেন খেলা নিত্য নব নব।
বিনা কর্ম্মে একপদ কেমনে চলিবে ?
বিনা জ্ঞানে জড়তায় যাবে আলো নিবে।
পক্ষহীন হ'লে পরে পড়ে' রবে ক্ষুণ্ণ,
দুই পক্ষে নির্ভরিলে পার হবে শূন্য ;
সংসারের বাধাবিঘ্ন র'বে এক কোণে,
তুমি সুখে বিহরিবে মুক্ত সমীরণে।

হৃদয়ের আলো।

আলাইয়া।

হৃদয়ের জ্যোতি খরতর দাহকারী নয়,—
সে উজ্জ্বল আলো পরিপূর্ণ জ্ঞানসুধাময়।
সূর্য্য চন্দ্র তারকায়, সমগ্র বিশ্বের মাঝে
সমস্ত মথিত কর যেথা যত আলো আছে,
পুঞ্জীভূত হ'লে সার তবে গঠিত সে আলো—
নিষ্কলঙ্ক জ্যোস্নাধারা, একটুকু নাই কালো,
সে আলোক প্রকাশিতে বাক্য মন নাহি সরে,
সে আলোকের তুলনা কোথা নাহি চরাচরে।
অনন্ত সে তেজ—সূর্য্যালোক হয় পরাভূত,
অজ্ঞান তিমিরহর ধ্যানগোচর অচ্যুত।
যত অনুভব কর তাঁর অনন্ত মহিমা
কোথা নাহি পাবে পার আদি অন্ত পরিসীমা;
দূর হ'তে আরো দূরে নিকটে নিকটতম
অদ্বিতীয় তিনি এক কেহ নাহি তাঁর সম।

বাসনা।

রামকেলি।

প্রাণের বাসনা মোর আমি ক্ষুদ্র মতি
নিশিদিন দেখি ওই নিরমল জ্যোতি।
দিবসে করিব যবে সংসারের কাজ
দেখিব তোমারে দেব করিতে বিরাজ ;
নিশাকালে সুপ্তিমগ্ন যবে চরাচরে,
সে সময়ে জেগে জেগে নিভৃত অন্তরে
প্রাণনাথ তব ধ্যানে হইব মগন—
জ্ঞানরূপে মিশে যাবে অনন্ত গগন।
প্রশান্ত আকাশ তলে নিস্তব্ধ সৈকত—
যোড়করে বসি' সেথা তব ধ্যানে রত।
দূর কর মোহ ঘোর, পদতলে বসি'
যুগ যুগ দেখি ওই হৃদয়ের শশি।
ইহলোক পরলোক যেখানেই থাকি,
বাঁচিব তোমারে দেব মনোমাঝে রাখি।

দোল।

বসন্ত।

জাগ জাগ সবে নব বসন্ত পবনে,
খেল সবে প্রেমমত্ত ভাবদোলে দুলি',
অঙ্গে মাখি' রাগরক্ত চরণের ধূলি
শুনাও মধুর নামগান সর্ব্বজনে।
এ সময়ে দেখ সব রাগে ঢল ঢল
কুসুমেরা নানা রঙ্গ পরিমল মাখে,
গাহিছে পাখীরা গান তরুপরে দুলে,
রক্ত কিসলয় শোভে সহকার শাখে;
আমরা কেননা প্রাণ দিব তাঁরে খুলে?
পাপময় জড়তার চলে গেছে শীত,
মোহের কুয়াসাজাল চির অপসৃত,
নবপ্রাণ খেলিতেছে এবে জলে স্থলে;
ভাবে মত্ত মুক্তপ্রাণ এসো দলে দলে
খেল বিশ্বমাঝে ল'য়ে হৃদয় সরল।

———

হাসি।

সারঙ্গ।

তোমার আনন্দ পেয়ে হাসিছে অনন্ত লোক,
বিকশিত শুভ্রমুখে মুছে গেছে দুঃখশোক ;
হাসে চন্দ্র হাসে সূর্য্য হাসে নক্ষত্র তারকা,
হাসে পুত্র পিতামাতা হাসে বন্ধু প্রাণসখা,
হাসে দিবস নিশীথ, হাসিছে বসত শীত,
হাসে পুষ্প পরিমল নব কিসলয় দল,
নদ নদী সরোবর হাসে বিশ্বচরাচর,
হৃদয়ে হৃদয়ে তব প্রেমহাসি সমীরিত ;
জোছনার আলিঙ্গনে হাসে শ্যাম ধরাতল।
গগনের পটে কিবা শোভে দেখি ছবি আঁকা
মধুময় প্রেমমুখ চিরশুভ্র হাসিমাখা ;
ওই সে হাসির কণা জগতে রয়েছে ছেয়ে।
তোমার আনন্দ পেয়ে যেন সবাকার চেয়ে
সুমধুর হাসিরাশি ভক্ত হৃদে প্রস্ফুটিত।

———

উৎসব।

ইমন কল্যাণ।

বাজিছে মঙ্গল গীতি গগনে গগনে ;
দেবতারা গাহে গান বসি' সুলগনে।
পড়িয়াছে চারিদিকে উৎসবের ঘটা,
দেখে যাও এসে সবে মহিমার ছটা।
দ্যুলোকের চারিদিকে দোলে পুষ্পমালা ;
অনন্ত ভবনে শোভে কত দীপ জ্বালা।
কত লোক আসে যায় কত মনোরথে,
উৎসব দেখিতে আসে বহু দূর হ'তে।
সূর্য্য প্রকাশে তাঁহার মহিমা সুযশ,
চন্দ্র বিতরিছে বিশ্বে চির সুধারস ;
গ্রহতারকারা সবে দলে দলে আসি
মণিমালা উপহার দেয় রাশি রাশি ;
অনন্ত উৎসব জাগে মহাসভামাঝে ;
বিরাজেন সিংহাসনে বিশ্বরাজরাজে।

———

মানস জপ।

পুরবী।

করহ মানস জপ ;

একান্তে বসিয়া শান্ত মনে,

ঊর্দ্ধে মেলি' স্তিমিত নয়নে,

করহ কঠোর তপ।

না পড়িবে আঁাখির পলক,

হৃদিমাঝে দীপ্ত জ্ঞানালোক

জ্বলিয়া উঠিবে দপ্।

রাখ প্রাণ ধীর অবিচল

সুগভীর অগাধ অতল,

করহ কঠোর তপ ;

করহ মানস জপ।

———

চির কবি।

বেহাগ।

তুমি আদি চিরকবি।
অনন্ত আকাশে জ্যোতির অক্ষরে
কিবা আঁকিয়াছ ছবি !
তুমি আদি চির কবি।
শুভ্র ছায়াপথ চারু রচনায়
ফুটিয়াছে শশিরবি ;
তুমি আদি চির কবি।
বনে বনে তব সুষমা রচনা
ফুটে কুসুম সুরভি ;
তুমি আদি চির কবি।
হৃদয়ে লিখেছ অক্ষর রচনা—
অপ্রতিম প্রেমছবি ;
তুমি আদি চির কবি।

নব লোক।

খাম্বাজ।

কি হবে কোথায় যাব কিছুই ভাবিনা,
জানি পলমাত্র নাহি র'ব তোমা বিনা ;
জানি তুমি রবে সাথে-সাথে চিরদিন,
জানি তুমি প্রভু আমি তব আজ্ঞাধীন ;
জীবন কৃতার্থ হবে জানি তব কাজে ;
তোমার আদেশ-বাণী কাণে কাণে বাজে।
তোমার দয়ার মত দয়া কার আছে ?
অন্তরেতে তুমি আছ সদা কাছে কাছে।
তাই ভয় নাই আর জীবনে মরণে,
যেখানে থাকিনা কেন রহিব শরণে ;
এ জীবন থেমে গিয়ে শেষে মৃত্যু হ'লে
শয়ান রহিব জানি তব শান্তি-কোলে ;
নিদ্রা হ'তে জাগি উঠে যাব নব লোক,
যেথা নাহি জরা মৃত্যু নাহি কোন শোক।

সব কষ্ট সহিব।

টোড়ি।

আপনার চেয়ে কাছে
আছ গো আমার মাঝে,
দেখিতে পাইনি তবু শুধু মোহভরে ;
তুমি যবে দেখা দিয়া
উজলিলে মোর হিয়া,
সুন্দর স্বরূপ তব দেখিব সে প্রাণ ভ'রে।
বাক্য প্রাণ মনকায়ে
সঁপিব তোমার পায়ে,
সব দুঃখ সব কষ্ট সহিব তোমার তরে ;
যা বলিবে তা শুনিব,
যা আছে তা' সব দিব,
কিছু না রাখিব আর আমি আপনার ঘরে
তুচ্ছ করি সব সুখ
যাব তব অভিমুখ,
ফেলি দিব যশমান তব কাজে অনাদরে।

———

গুপ্তপথ।

পূরবী।

শুধাই সবার কাছে কোথা সে অমৃতধাম,
সকলেই বলে—'অতিদূরে চল অবিরাম'।
কি করিয়া সেই ঠাঁই যাইতে পারিব আমি
ভাবিতেছি দিবানিশি দেখিবারে মোর স্বামী ;
বিফল জনম মানি, কাদিয়া আকুল প্রাণ,
হেনকালে প্রাণনাথ জ্যোতির্ম্ময় দেখা দেন।
পূজিলাম ভক্তি অর্ঘ্যে, ঢালি দিনু প্রেমবারি,
ধরিয়া আমার হাত তুলিলেন তাপহারী।
সে আলোকে ঘুচিল রে সুগভীর অন্ধকার,
চিত্তপথ উজলিল খুলে গেল নবদ্বার ;
হৃদয়ের গুপ্তপথ তিনি দেখালেন যবে,
আসিলাম অতি শীঘ্র আলয়ে সেই নীরবে।
সেথা গিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা সব হ'ল নিবারণ,
সেথা গিয়া পাইলাম সেই অভয় শরণ।

শুভফল।

সাহানা।

কেমনে দাঁড়াব গিয়া সম্মুখে পিতার
একটীও কথা যবে শুনিনি তোমার ?
যে কাজে এখানে তুমি পাঠাইলে মোরে
তাহা করি নাই শেষ আলসের ঘোরে ;
যে ধন আমার হাতে দিলে তুমি পূরে,
হারায়ে ফেলেছি তাহা কোন্ মায়াপূরে ;
নিরাশ্রয় হয়ে তাই ভ্রমি পথে পথে,
কত লোক চ'লে যায় পূর্ণমনোরথে।
শেষদিনে যবে হবে কর্ম্মের বিচার,
কি বলে চাহিব তবে মুক্তির দুয়ার ?
করেছি অশেষ দোষ, শাস্তি যা দিবার
দুঃখ ক্লেশ আমরণ দিও অনিবার ;
কিন্তু শেষে দিও যেন এই শুভফল
শান্তিরস-পরিপূর্ণ চরণ অমল।

———

ত্যজ নিদ্রা ঘোর।

ভৈরব।

প্রভাত গগনে পূর্ব্বদ্বার খুলিয়াছে,
মিলি সবে বন্ধুগণ চল তাঁর কাছে।
নিদ্রাঘোরে কেহ থেকোনাক অচেতন,
মঙ্গল মুহূর্ত্তে কর দেব দরশন।
সূর্য্য তাঁরে প্রণমিতে নিদ্রা হ'তে জাগে,
নীলাকাশ অরুণিত তাঁর পদরাগে ;
নিশীথের তারকারা একে একে এসে
প্রণমিয়া চলি' যায় সবে শুভ্রবেশে ;
বিহগেরা চারিদিকে সুমধুর তানে
গান গাহে মিলে কিবা নিশা-অবসানে ;
বনের পাপদরাজি কুসুমের ডালি
শুভ্র আনিয়াছে দিতে চরণেতে ঢালি :
এ সময়ে দূর কর মোহ অবসাদ,
ত্যজ নিদ্রাঘোর লবে যদি পরসাদ।

———

প্রেমচন্দ্র।

বেহাগ।

হৃদাকাশে উদিল রে প্রেমচন্দ্র মধুময়,
পুলকিছে দশদিশি অমানিশা হ'ল ক্ষয়।
ছিল কিবা অন্ধকার
বসেছিনু রুদ্ধ দ্বার,
কেমনে চৌদিক এবে প্রকাশে জোছনাময়!
নিরখিয়া প্রেমমুখ
পাইব রে চিরসুখ,
আর না রহিবে প্রাণে বিরহের জ্বালা ভয়।
নীরবে চিত্ত চকোর
সারাক্ষণ র'বে ভোর,
ওই সুধাপানে ডুবে গিয়ে শেষে হবে লয়।

মরু।

সারঙ্গ।

পাপরবি খরতর দগ্ধ করে ভবে,
তৃষাতুর শুষ্ক কণ্ঠে চলিয়াছে সবে ;
চারিদিক ধূ ধূ করে কেবলি যে মরু,
নাহি কোথা সুশ্যামল প্রেমছায়া-তরু ;
ছাইয়াছে দ্বেষহিংসা তপ্ত বালুকণা,
কত লোক তার মাঝে হারায় চেতনা।
যাত্রিগণ পরিশ্রান্ত অবসন্ন কায়
আসিয়া বসিল যবে তব পদছায়,
শুভক্ষণে ছুটিলরে পুণ্য উৎসজল—
চির সুধাময় ধারা বহে সুশীতল ;
ভক্তির কলস ল'য়ে সেই সুধাধারা
সবাই করিয়া পান হ'ল আত্মহারা ;
সেই জলপানে আর নাহি দুঃখ ক্লেশ—
পার হয় অনায়াসে পাপমরুদেশ।

ভুলে যাও।

ভৈরোঁ।

ভুলে যাও মান্য যশ,
ভুলে যাও শোক হর্ষ,
ভুলে যাও রূপরস,
ভুলে যাও গন্ধ স্পর্শ,
ভুলে যাও আত্মপর
প্রিয়জন অনুচর ;
ভুলে যাও সব কথা,
দুঃখ সুখ মনোব্যথা ;
ভুলে যাও মধুগীত—
বস' এবে সমাহিত ;
দেখিবেরে স্বচ্ছ চিত
জ্ঞানরূপে প্রজ্বলিত ;
উজলিছে যে আলোক
ত্রিভুবন বিশ্বলোক।
সে আলো জ্বলিলে পরে
না রহিবে মোহঘোরে ;

সে রূপ দেখিলে পরে
ভুলে যাবে চরাচরে।

বিন্দু।

ললিত।

অণুর ভিতরে সূক্ষ্ম অণু—
লক্ষ্য কর তায় চিত্ত ধনু।
জ্যোতির অন্তরে সূক্ষ্ম জ্যোতি—
কি সুন্দর অনন্ত মূরতি!
এ যে এক অতি সূক্ষ্ম বিন্দু,
তার মাঝে কোটী সূর্য্য ইন্দু—
দেখ কিবা এ অপূর্ব্ব কাণ্ড!
বিন্দুমাঝে অসীম ব্রহ্মাণ্ড!

কি হবে আমার গতি।

রামকেলি।

কি হবে আমার গতি—
কিছুই করিনা শুধু আলসে কাটাই কাল,
জড়ায়েছে চারিধারে বিষয়ের মোহজাল,
কবে হবে শুভমতি।

কি হবে আমার গতি—
সময় বহিয়া যায় শীঘ্র ঝটিকার মত,
শুভভাব ত্যজি হায় রিপুবশে পদানত,
করি জীবনের ক্ষতি।

কি হবে আমার গতি—
ডুবে থাকি ভাবনায় ভাবিনাক পরিণাম
যাঁর তরে আছি বেঁচে লইনাক তাঁর নাম
যিনি সবাকার পতি।

———

জয় গান।

ভূপালি।

জয় জয় বিশ্বরাজ।
তব গুণগান গাহি, তোমাসম কেহ নাহি
এই ত্রিভুবন মাঝ।

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহতারা জ্যোতির্ম্ময় দেবতারা
সভা-পরিষদ তব ;
বসে' আছ সিংহাসনে—সুরাসুর নরগণে
গাহিছে মহিমা স্তব।

সৃষ্টিস্থিতি মহালয় তোমার ইঙ্গিতে হয়,
সবাকার তুমি গতি ;
সর্ব্বলোক অনুক্ষণ করিতেছ সুশাসন,
একমাত্র অধিপতি।

তুমি মহা লোকপাল তব রাজ্য সুবিশাল
অনন্ত সে নাহি পার ;

শক্তি বলে আছ ধরে' প্রসারিত বাহুপরে
অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড ভার।

গাহি মোরা তব গান ক্ষুদ্র অতি হীনপ্রাণ,
সাধি সবে তব কাজ ;
কেহ নাহি তোমাসম তুমি দেব অনুপম
এই ত্রিভূবন মাঝ।
জয় জয় বিশ্বরাজ।

———

গঙ্গাস্নান।

কেদারা।

বহিতেছে বৈরাগ্যের পুণ্য ভাগিরথী,
সেই জলে স্নান কর হবে শুদ্ধ মতি ;
কোটী কোটী মহাফল
ন্যস্ত তব করতল,
গঙ্গাস্নানে পূতচিত্ত হও তুমি যদি।
ধুয়ে যাবে মলিনতা
হৃদয়ের তাপব্যথা,
শান্তির চন্দন মাখি' পাইবে আরাম ;
পুণ্যস্নান সাঙ্গ হ'লে,
শুভ্রবেশে যেও চলে',
থেকো সদা সংসারেতে বিশুদ্ধ নিষ্কাম।
তারপরে চলে' যেও মহানন্দধাম।

মরিও গৌরবে।

নটনারায়ণ।

একদিন মরিতেই যদি হবে,
বীরসম ত্যজ প্রাণ,
ধর একের নিশান,
রিপুদল বিদলিত কর তবে ;
সংযমের তরবারি
ধর সবে নরনারী,
প্রাণ দিলে মুক্তপ্রাণ পায় সবে।
ছাড়িয়া সুখের শয্যা
দৃঢ় কর অস্থিমজ্জা,
হও অগ্রসর ভীষণ আহবে ;
ছাড় তুচ্ছ মৃত্যুভয়
বন্দী কর রিপু ছয়,
পূরিবে গগন জয় জয় রবে।
রিপুগণ বিনির্জ্জিত,
লইয়া স্বাধীন চিত,

বিশ্বমাঝে শেষে মরিও গৌরবে ;
একদিন মরিতেই যদি হবে।

আনন্দে।

সোহিনী বাহার।

এত দুঃখ এত কষ্ট তবু রয়েছি আনন্দে ;
শৈবাল পঙ্কিল জলে কমল ফুটেছে গন্ধে ;
মনোভৃঙ্গ পান করে পদরেণু মকরন্দে ;
বহিতেছে প্রেমমধু সমীরণ মন্দমন্দে ;
শত বাধাবিঘ্ন ঠেলি জীবন চলেছে ছন্দে ;
কল্যাণ আশীষ তরে প্রভু তোমারেই বন্দে

তোমার পথে।

কেদারা।

আজ হ'তে বলিতেছি, চিরকাল
রহিব তোমার পথে,
বৃথা কভু আর কাটাব না কাল
তুচ্ছ সব মনোরথে।
পথে কাম ক্রোধ যদি করে রোধ,
বাধা না মানিব প্রাণে ;
শিলাখণ্ড ঠেলি নির্ঝরিণী যথা
চলিছে সাগর পানে।
প্রেমের লহর তুলিয়া জীবনে
মিলিব অনন্ত ধামে ;
মুকত পরাণ সুখে গাবে গান
তোমার মঙ্গল নামে।

ধ্রুবলোক।

কীর্ত্তন।

চল সেই পথে যে পথে চলিলে
পায় ধ্রুব সত্যলোক ;
তুচ্ছ স্তুতি নিন্দা যেথা নাহি মিলে
সবে সদা বীতশোক।
যে পথে চলিলে শত কষ্ট সহে
ঋষি মুনি অকাতরে
সেই পথে চল, বৈরাগ্যের যষ্টি
লয়ে থেকো সদা করে।
চলিতে চলিতে সুখের আলয়ে
পথে কোথা দাঁড়ায়ো না ;
দস্যু প্রলোভন বিনাশিতে মন
রচে মায়ার ছলনা।
বহু দূর গিয়ে দেখা পাবে শেষে
উচ্চ এক হেমচূড়ে ;
দেখিবে সেথায় সেই ধ্রুবলোকে
সত্যের নিশান উড়ে।

সেথা গেলে পরে জ্বালাময় ভবে
আর না আসিবে ঘুরে ;
দুঃখশোক ভুলে চিরকাল তরে
রহিবে সে দেবপুরে।

ডাক।

টোড়ি।

ডাক তাঁরে সদা ডাক হে অন্তরে,
হৃদয়সূত্রে প্রেমপুষ্প গাঁথিয়া অর্পণ কর হে তাঁহারি করে।
ডাক তাঁরে নিরজনে, সুখে দুখে গোপনে, মিলি বান্ধব স্বজনে.
দিবালোকে জাগরণে নিশীথের স্বপনে,
ডাক মনে মনে ডাক হে কাতরে।

ফুল।

ছায়ানট।

হৃদয় লতায় শুভ্র ফুটিয়াছে ফুল,
তোমার পরশে সদা সৌরভে আকুল ;
ভক্তির মলয় বায়ু বহে অনুকুলে,
চরণের রেণু মাখি' আনন্দেতে দুলে।
মধুময় জীবনের চির উষা জাগে,
ভাবদল পল্লবিত নব অনুরাগে ;
গীতিময়ী বাণী তব বিহগ-ঝঙ্কার,
সারাক্ষণ অনাহত বাজে অনিবার ;
প্রসাদ সুগন্ধ সদা করিছে বহন,
পাপের অনলে যেন না হয় দহন।
পুষ্পরেণু ধরে হৃদে তোমার আদেশ,
মলিনতা কীট কভু না করে প্রবেশ।
তব স্নেহ-বৃন্ত এরে ধরে' যদি রাখে,
শান্তি-উপবনে তবে সদ ফুটে থাকে।

কেন।

আসাবরী।

কেন মোহঘোরে রাখ
দাওনাক দরশন ?
কেন প্রভাতের আলো
নাহি কর বিকীরণ ?
কেন বিকশিত পুষ্প
শোভেনাক কুঞ্জবন ?
কেন শুনিনাক প্রাণে
মধুময় গুঞ্জরণ ?
কেন নিশা অন্ধকারে
রাখ মোরে অচেতন ?
কেন দাও শূন্য প্রাণে
মোহমেঘ আবরণ ?
জগৎ জাগিয়া আছে
তব কাজে অনুক্ষণ ;
কেন গো জীবনে মোর
নাহি দাও জাগরণ ?

বেশী কথা।

খট।

ক'য়নাক বেশী কথা ;
চিত্তে পান কর অমৃত স্বরস,
ভুলে যাও দুঃখ ব্যথা।
না দেখিয়া তাঁরে বৃথা রব করে,
যত ভগ্ন মনোরথ ;
ভগ্ন রথ যথা কলরব করে
যেতে অতি দূর পথ।
যদি দেখা পেলে, থাক যোড় করে
স্তব্ধ নেত্রে নির্নিমেষ ;
বৃথা বাক্যভার লয়ে তব স্কন্ধে
ভ্রমিয়োনা সারাদেশ।

———

দরশন দাও।

ঝিঁঝিঁট।

(হৃদে) দরশন দাও

দূর কর সব গ্লানি

তোমার মধুর বাণী

অন্তরে শুনাও ;

(হৃদে) দরশন দাও।

মোহ দূর্গ কর চূর্ণ,

ব্রহ্মতেজে কর পূর্ণ,

সত্য বল দাও ;

দরশন দাও

জ্ঞানালোকে অবিনাশ

সুখনিদ্রা করি নাশ,

জীবনে জাগাও ;

(হৃদে) দরশন দাও।

ভজ।

রাগশ্রী।

ভজ সেই অনাদি মহেশে ;
যাঁর পদছায়া পড়ে'ছে অনন্ত দেশে ;
কোটী কোটী গ্রহতারা,
পালিতেছে সবে তা'রা
যোড় করে নতশিরে যাঁহার আদেশে,
ভজ সেই অনাদি মহেশে।

ভজ সেই অনন্ত সুন্দর ;
যাঁর নামে হয় পুলকিত চরাচর ;
সে অরূপ রূপরাশি
সুমঙ্গল অবিনাশি
ঢালিছে জগতে চির প্রেমের নির্ঝর ;
ভজ সেই অনন্ত সুন্দর।

ভজ সেই অভয় অকাল ;
যাঁর ইঙ্গিতমাত্রে চলে মহাকাল ;

পূর্ণ শক্তি মহাবল,
তিনি স্থির অবিচল,
সর্ব্বজগতের তিনি এক লোকপাল
ভজ সেই অভয় অকাল।

করিওনা ঘৃণা।

টোড়ি।

পাপাত্মারে করিওনা ঘৃণা
পুণ্যনাম ঝঙ্কারিয়া তারে শুনাওরে তাঁর জয়বীণা ;
পাপমতি দুরবল অতি রিপুহস্তে চির পরাধীনা।
পাপের শৃঙ্খল ছিন্ন
কে করিবে তিনি ভিন্ন ?
পাপাসুরে বিনাশিতে সাধ্যকার তাঁর বজ্রবল বিনা ?

যুদ্ধ।

নটনারায়ণ।

এ সংসার রণস্থল,
বিশ্বপিতা সেনাপতি, ছয় রিপু শত্রু অতি
বিনাশিবে শত্রুদল ;
কর যুদ্ধ ঘোরতর, কভু হয়োনা কাতর,
যাও সবে ভীমবল ;
শাণিত সংযম ধর, শত্রুদল ছিন্ন কর,
আছে ব্রহ্মাস্ত্র সম্বল।
ধর নিয়মের ব্যূহ, সজ্জিত সৈন্যসমূহ,
নাশ সবে যা'রা খল ;
যুদ্ধে যাওগো দুর্ম্মদ, হয়োনা পশ্চাৎপদ,
স্বর্গে উঠিবে উজ্জ্বল।

গৃহে এসেছেন পিতা।

খাম্বাজ।

গৃহে এসেছেন পিতা বস সবে ঘিরে ;
হৃদয়ের প্রীতি ঢালা
দাও তাঁরে পুষ্পমালা,
বহুক সৌরভসুধা মধুর সমীরে।
যা'রা গিয়াছিলে চলে' এস সবে ফিরে ;
আবার উজলি গেহ
পাইবে পিতার স্নেহ,
ধুয়ে ফেল পাপ তাপ সবে পুণ্যনীরে।
শোন তাঁর শুভবাণী ভক্তদল ধীরে ;
যোগ্য পুত্র হ'য়ে সব,
ভক্তি ভরে কর স্তব,
চরণের ধূলি সবে তুলে লও শিরে।

সুবিচার।

সারঙ্গ।

পরেরে বঞ্চিত করে' সাজিয়াছ ধর্ম্মবক,
তারো হবে সুবিচার সর্ব্বজ্ঞ সে বিচারক ;
লক্ষপতি তুমি হ'য়ে করিয়াছ অত্যাচার,
সামান্য দরিদ্র পরে—তারো হবে সুবিচার।
গোপনে করিয়া পাপ সাজ যদি সুধার্ম্মিক,
জানিবেন তিনি সব সুবিচার হবে ঠিক ;
রাশি মিথ্যা বলে' যদি হও সত্য প্রচারক,
তারো হবে সুবিচার—সর্ব্বজ্ঞ সে বিচারক ;
সহস্র প্রশংসা লোকে করে যদি সর্ব্বদেশে,
সবাই সুযশ গায়—সুবিচার হবে শেষে ;
বাহিরে সেজেছ সাধু কি জানি কি মনে আছে,
লোকে ভাল বলে, কিন্তু সুবিচার তাঁর কাছে,—
যাহা সত্য তিলে তিলে নির্ণয় হইবে তা'র,
সহস্র চাতুরী মিথ্যা পড়ে' রবে ধূলিসার।

নববর্ষ।

আলাইয়া।

নববরষের আজি প্রথম প্রভাত ;
গত বর্ষ মিশে গেছে অতীতের সাথ।
গেছে চলে' অন্ধকার,
খুলে গেল শুভ্রদ্বার,
দেখ ওই জ্যোতির্ম্ময় যিনি বিশ্বনাথ।
তরুলতা বনে বনে
মলয় সমীর সনে,
ছড়ায়েছে ফুলগন্ধ জেগে সারারাত ;
বিহগেরা বসি' শাখে
মধুর সঙ্গীত তাঁকে,
শুনাইছে সারাক্ষণ না হ'তে প্রভাত।
মোরা শুধু বসি' রব ?
রচি' গান নব নব
গাহি এস সারি সারি ধরি হাতে হাত ;
ভক্তি-পুষ্প মালা গেঁথে
দিব তাঁর চরণেতে,

চল গিয়া তাঁর পদে করি প্রণিপাত ;
শুভ দিনে ল'ব তাঁর শুভ আশীর্ব্বাদ।

ঝড়।

মেঘমল্লার।

ঝড় উঠিয়াছে ;
কেন রে ভাসালে তরী আশা-নদী মাঝে ?
ঘোর ঘনঘটা ;
চমকে চৌদিকে মোহিনী বিজলি ছটা।
কোথা যাবে হায় ?
তরঙ্গের গ্রাসে তরী বুঝি ডুবে যায়।
যদি হবে পার ?
ডাক তাঁরে এক যিনি ভব-কর্ণধার।
যদি যাবে কূলে ?
দাও তাঁরে হাল—যাও ভক্তি-পাল তুলে।

জ্ঞানদীপ।

মালকোষ।

ভ্রুর মধ্যে স্থিরনেত্রে দেখ অনিমেষ
অন্তরের গৃহমাঝে করিয়া প্রবেশ,
সেথায় নিষ্কম্প এক জ্বলে জ্ঞানশিখা ;
দেখিবে প্রত্যক্ষ সত্য নহে মরীচিকা।
অনুরাগে পূর্ণ কর সেই সে প্রদীপ,
প্রেমের বর্ত্তিকা দিয়া ধরহ সমীপ ;
ভয় রহিবেনা আর আঁধারের মাঝে,
সাহস হইবে তব জগতের কাজে।
বিষয়ের ধূলিরাশি উড়ে যদি কভু,
সে আলোক নিবিবেনা ঝটিকায় তবু।
সে আলোক উজলিবে ধরা সসাগর ;
সে আলোকে উদ্ভাসিত হবে চরাচর।
যে জ্বালিবে গৃহমাঝে সেই জ্ঞানদীপ ;
আলোকিবে সেই সপ্তলোক সপ্তদ্বীপ।

———

কেন আছ বসে'।

খাম্বাজ।

কালস্রোত বহে যায়

কেন আছ বসে' ?

দিবস কেন হে বৃথা

কাটাও আলসে ?

রয়েছ মগন সদা

বিলাসের রসে ;

পড়ে আছ সুখপঙ্কে

জড়তার বশে।

জাননাক কিছু পরে

কি হবে দুর্দ্দশা ;

এই বেলা ছাড় সব

বিষয় লালসা ;

কর শুভমতি এক

চরণে ভরসা।

মহাধনী।

কালাংড়া।

সারাদেশ খুঁজে তবু
না পায় সে ধন ;
হৃদয়-ভাণ্ডারে যাহা
রেখেছ গোপন।
মণি ও মাণিক্য পূর্ণ
কত ধনরাশি,
উজলিছে সেই গৃহ
নিত্য অবিনাশী।
বৈরাগ্যের চাবি ল'য়ে
যে খুলিবে দ্বার,
দেখিবে পশিয়া সেথা
ঐশ্বর্য্য অপার।
ফুরাবেনা অসীম সে
সেই রত্নখনি,
যত পার ল'য়ে যাবে
হবে মহাধনী।

পুণ্যোৎসব।

শঙ্করাভরণ।

আজি পুণ্যোৎসবে কিবা মম মন মাতিল রে!
নরনারী নানাবেশে সুমোহন সাজিল রে!
পুণ্যালোকে আলোকিত,
পুণ্যগন্ধ সমীরিত,
দিকে দিকে পুণ্যগীত সবে সুখে গাহিল রে!
পুণ্যপুষ্প দিয়া আজি
সাজায়েছে চিত্ত-সাজি,
প্রেমানন্দে মিলে সবে পুণ্যনামে মাতিল রে!
হৃদয়ের অনুরাগে
প্রাণে পুণ্য হাসি জাগে,
ভুলে গেছে দ্বেষ হিংসা মিলে গেছে নিখিল রে!
সকলেই পুণ্যবলে
তাড়ায়েছে রিপুদলে,
বিজয় দুন্দুভিধ্বনি চারিদিকে বাজিল রে;
পুণ্যধামে প্রাণসখা আজি কিবা রাজিল রে!

কোথা যাও ?

দেশ।

না দেখিয়া তাঁরে কোথা যাও অন্ধকারে ?
কেহ নাহি সাথে, একা যেতে হবে পারে।
চারিদিকে ঘিরে আছে কণ্টকিত বন,
হিংস্ররিপু বিচরিছে সদা অনুক্ষণ ;
তোমারে হইবে যেতে মাঝ দিয়া তার,
হারাইবে পথমাঝে তব প্রাণসার ;
ওই দূরে জ্বলে দীপ এক জ্ঞানময়,
ওইখানে গেলে পরে পাইবে আলয় ;
তুমি হোথা কেন যাও নিঃসম্বল হ'য়ে ?
কেন সদা আকম্পিত চির মৃত্যুভয়ে ?
সহজে যাইবে যদি লও তাঁর সঙ্গ ;
পথ দেখাইলে তিনি হইবে নিঃশঙ্ক।
যাও তুমি তাঁর সাথে ধরি সোজা পথ ;
না রহিবে ভয় পূর্ণ হবে মনোরথ।

কতকাল পরে।

সাহানা।

কত কাল পরে প্রাণনাথ !
দেখা হ'ল আজি তব সাথ ;
বিরহ বেদনা বুকে ল'য়ে,
বসেছিনু একা পথ চেয়ে ;
শুভক্ষণে আজি পেয়ে কাছে
যতনে রেখেছি হৃদি মাঝে,
আর নাহি দূরে যেতে দিব,
প্রাণে প্রাণে নিকটে রাখিব।
তুমি না থাকিলে মোর কাছে
পড়ে' থাকি নাথ মরুমাঝে ;
তুমি যবে কাছে মোর থাক,
আমাকে তোমার বুকে রাখ,
তখন যে কিবা সুখ পাই
বলিতে শকতি মোর নাই।
তব ওই স্বরূপ অশেষ
সারাক্ষণ দেখি অনিমেষ ;

প্রাণনাথ তুমি বিরাজিলে,
তবে মোর সর্ব্বসুখ মিলে।

প্রতিদিন ভাবি ভাল হব।

সিন্ধু কাফি।

প্রতিদিন মনে ভাবি ভাল হব আজি ;
পাপ-প্রলোভনে পড়ে'
কোথা ভেসে যাই তোড়ে,
তুমি শেষে উদ্ধারিলে কূলে এসে বাঁচি ;
সেথা শান্তি সমীরণে
হৃদয়ের উপবনে
ফুটে উঠে শুভ ভাব পারিজাত রাজি ;
সেই ফুলগুলি তুলে
বসি ভক্তি তরুমূলে
সাজাই তোমারে দিতে চারু চিত্ত-সাজি।

অগাধ প্রেম।

হাম্বির।

তোমার অগাধ প্রেমে ডুবিয়াছে মম চিত্ত ;
কি এক অমৃত পানে বিভোর রয়েছি নিত্য।
যে প্রেমেতে বিগলিত পাষাণ হিমাদ্রি হ'তে
শত নির্ঝরের ধারা বহিতেছে খরস্রোতে,
যে প্রেমে ধরণীমাঝে শ্যামল রোমাঞ্চ উঠে,
যে প্রেমের পরশেতে সুরভি কুসুম ফুটে,
যে প্রেমে পাখীরা গায় সারাক্ষণ তরুশাখে,
যে প্রেমেতে উষাদেবী প্রভাতে সিঁদুর মাখে,
যে প্রেমে নিস্তব্ধ নিশা জোছনায় নিমগন,
যে প্রেমের সউরভে পুলকিত সমীরণ,
যে প্রেমে নক্ষত্রগ্রহ মহাশূন্যে রজনীতে
অবিরাম ফিরিতেছে মুখচন্দ্র নিরখিতে,
যে প্রেমে তরঙ্গ উঠে সাগরেতে দিবারাত,
সে প্রেমে কেমনে মোরে ডুবাইলে প্রাণনাথ !

বিশ্বরাজ।

ভূপালী।

গগনের সিংহাসনে বিরাজেন বিশ্বরাজ;
যে যাহার আছ ঘরে
বাহিরও চরাচরে,
দেখ এসে কত শোভা পরম সৌন্দর্য্য সাজ।
পাপ সঙ্গ ত্যাগ কর,
আলোকের পথ ধর,
থেকোনাক অন্ধকারে, মলিনতা ছাড় আজ;
মুছে যাক্ দুঃখ লেশ,
পরি' শুভ্র নব বেশ
নরনারী বস সবে সুগম্ভীর সভা মাঝ;
শুন তাঁর সুধাবাণী—
মুছে যাক্ সব গ্লানি,
প্রচারিতে তাঁর নাম সাধ সবে হিতকাজ।
ছুটে যাও দেশে দেশে নাহি আর ভয় লাজ।

নিত্য।

পরজ।

সংসারে অনিত্য সবে ;
যদিবা রাজত্ব হয় আসমুদ্র হিমালয়
চিরকাল নাহি রবে।
পিতামাতা পুত্রদারা আত্মীয় স্বজন যা'রা
কে কা'র হয়েছে কবে ?
এত অর্থ এ বিভব ভোগ্য বস্তু নব নব
তোমায় ত্যজিতে হবে,
চিরস্থায়ী নহে কেহ, ক্ষণভঙ্গুর এ দেহ,
চির আশা কেন তবে ?
যিনি বিদ্যমান নিত্য তাঁরে ভাব স্থিরচিত্ত,
চিরস্থায়ী তিনি ভবে ;
তাঁর নাম কর জাপ ক্ষালন হইবে পাপ
মৃত্যুভয় নাহি রবে।

কেন বিষাদে মগন।

শঙ্করা।

কেন বিষাদে মগন ?
আনন্দেতে বিভাসিত অনন্ত গগন ;
কেন বসে আছ ল'য়ে হৃদয় ভগন ?
শূন্য হাতে আছ বসে',
হারায়েছ নিজদোষে
পিতার অমৃতধাম প্রাসাদ ভবন ;
কাছে তাঁর ক্ষমা চাহ,
হও তাঁর আজ্ঞাবহ,
আবার ফিরিয়া পাবে যাহা নিজধন—
অতুল সম্পদরাশি আনন্দে তখন।
কেন বিষাদে মগন ?

———

মঙ্গল আশিষ।

কল্যাণ।

আজি পুণ্যদিনে মানস মন্দিরে
বসাব তাঁহারে ;
করে দিব তাঁর গাঁথি সযতনে
প্রীতি-পুষ্প হারে।
হৃদয়ের পরে শুভ্র তাঁর তরে
পাতিব আসন ;
শুনিব রে বাণী—মঙ্গল আদেশ,
মানিব শাসন।
ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে পূজিব সুন্দর
সত্য সেই শিবে ;
পূজা সাঙ্গ হ'লে মঙ্গল আশিষ
প্রাণে বরষিবে।

উদ্ধার।

সিন্ধু।

যখনি তোমার কাছে যেতে চাই,
প্রাণপণে যাই ছুটে ;
প্রলোভন যত কোথা হ'তে এসে
বাধা দেয় মাঝে জুটে।
সে বাধা ঠেলিতে শক্তি নাই মোর,
জালে বদ্ধ যেন পাখী ;
মৃতপ্রায় হ'য়ে যন্ত্রণায় ঘোর
অসহায় পড়ে' থাকি।
দয়াময় তুমি আমারে তখন
বাহু বাড়াইয়া দাও ;
নরক যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধারিয়া
তব গৃহে ল'য়ে যাও।

জ্ঞাননেত্র।

মালকোষ।

নিদ্রাঘোরে আছিলাম তুমি দিলে জ্ঞাননেত্রে,
দেখিলাম তব ছবি বনে উপবনে ক্ষেত্রে;
দেখিলাম দিবাকর জ্যোতির্ম্ময় তব তেজে,
দেখিলাম নিশাকর মগ্ন তব সুধা মাঝে,
দেখিলাম নীলাকাশে অগণিত তারকারা
মীনসম তোমাতেই ভাসিতেছে আত্মহারা;
প্রভাতের সুললিত ক্ষুদ্র শিশির বিন্দুটী
তব আলো পেয়ে দেখি শুভ্র কিবা উঠে ফুটি।
তুমি আছ চির পূর্ণ এক অসীম সুন্দর;
তব কাছে কেহ নয় ক্ষুদ্র ঘৃণার আকর।
তোমার অসীম শুভ্র নিত্য আনন্দ কিরণ
ক্ষুদ্র মহৎ সবারে বিশ্বে কর বিকীরণ;
দূরে যায় অন্ধকার তুমি যা'রে দাও আঁখি,
ফুটে উঠে আনন্দে সে তব কোলে সুখে থাকি।

সর্প।

বেহাগ।

বিষধর সর্প নয় সর্প সে বিষয়ী—
পরের লুটিয়া ধন যে ভাবেরে জয়ী।
বিষয়ের ভোগে ভোগী,
ভোগী নামে উপযোগী;
অহঙ্কার ফণাবস্ত,
পরহানি-বিষদন্ত,
খলরূপ সরিস্থপ মহা অবিনয়ী;
পরের দংশনে রত দুরাত্মা বিষয়ী।

মহা কুটিলতা মাখা আচরণ তার;
বিষ উদ্গীরণে রত হিংস্র ব্যবহার;
মোহাচ্ছন্ন গর্ত্তে রহি'
ফণাধারী থাকে অহি;
বিষয়ের অজগর,
যদি কাছে সসাগর
বিশ্ব পায়, সমুদয় তবু করে গ্রাস—
বিষয়ীর কাছে থাকা সর্প সাথে বাস।

হেমপূরী।

বাহার।

ওই শোভে নিরমল হৃদয়ের হেমপূরী ;
সেথা বিরাজেন দেব সবাকার আশা পূরি'।
দরশন কর তাঁরে পাপ তাপ হবে লয়,
স্বার্থক জীবন হবে লভি চির বরাভয়।
বিশ্বে এক দেবালয় শোভে সেই পূরীমাঝে,
যেথা যাত্রী অগণন আসে যায় কত সাজে ;
সকলেই করে সেথা তাঁর নামে জয় জয় ;
দীপাবলী জ্বলে কিবা মন্দিরেতে জ্ঞানময়।
গাহিছে বন্দনাগান সমস্বরে দেবগণ ;
প্রীতি পুষ্পদলে সেথা পূজে যত সাধুজন ;
মহাযজ্ঞ চলিয়াছে নিত্য সেথা সদাব্রত ;
ঋষি মুনি ভক্তগণ বরষে আশিষ কত ;
সবাই আনন্দে ফুল্ল বুভুক্ষিত নাই কেহ ;
সকলেই প্রাণ ভ'রে পায়গো প্রসাদস্নেহ।

মণি।

খাম্বাজ।

ব্যাকুল হইয়া যা'রা ফিরে এ জগতে
রতন না পায় তা'রা হেথা কোন মতে ;
সারা বিশ্ব ফিরিলেও পায় না সে ধন,
আছে তাহা সুরক্ষিত অতি সঙ্গোপন ;
হৃদয়ের মাঝে আছে রতনের খনি ;
অন্তরের অন্তরেতে শোভে এক মণি—
বিজ্ঞানের কোষাগারে জ্বলে সমুজ্জ্বল ;
দস্যু রিপু ফিরিলেও ব্যর্থ তা'র বল ;
সংযম প্রহরী সেথা সারাক্ষণ বসি'
রক্ষা করে সদা ল'য়ে সুশাণিত অসি ;
প্রভুর করুণাবশে সে রত্ন যে পায়,
সংসারের তুচ্ছ সুখ নাহি আর চায় ;
সে মণি লভিলে পরে করায়ত্ত সব ;
সে ধন ক্বচিৎ মিলে দেবের দুর্লভ।

———

ঔষধ।

কাফি।

রোগের ঔষধ তোমারেই জানি ;
মৃত্যুরে তাড়ায়ে দূরে আনহে অমৃত পূরে
মানসের সুবর্ণ কলসখানি ;
দূর করে' দাও জীবনের গ্লানি।

ভীষণ ব্যাধির জ্বালা যবে হয়,
রোগ তাপ দুঃখ শোক, বিষম যন্ত্রণা ভোগ
তোমার ঔষধ-নামে করে জয় ;
নবীন জীবন আসে সুধাময়।

জানি দেব তুমি পূর্ণ ধন্বন্তরী ;
তব বাণী চরাচরে অমঙ্গল রোগ হরে,
জন্ম মৃত্যু ভয় সদা পরিহরি ;
জানি দেব তুমি পূর্ণ ধন্বন্তরী।

যবে তুমি আছ পূর্ণ মহিমাতে,
কি ভয় রে ভবরোগ সন্নিপাতে ;

এই যে অমৃত সিক্ত দিয়েছ বিপদ তিক্ত
অনায়াসে সর্ব্বরোগ যায় তা'তে ;
যবে তুমি আছ পূর্ণ মহিমাতে।

প্রাণারাম।

ঝিঁঝিঁট।

যিনি এক প্রাণারাম,
ভজ তাঁরে মনে অবিরাম ;
হৃদয়ে রাখিয়ো তাঁহারি চরণে
পূর্ণ হবে মনস্কাম ; (তব)
বিষয়ের ধূলি যাও ত্বরা ভুলি
যাবে যদি দিব্যধাম ; (সেই)
নিখিল কারণ পরম শরণ
তাঁরে করহ প্রণাম (সদা)
গাও তাঁর গান অসীম কল্যাণ,
হবে শুভ পরিণাম।

বিদ্যুৎপুরুষ।

শঙ্করা।

কে বলে বিদ্যুৎপুরুষ তিনি তড়িত সমান,
মোহমেঘে আলো করি চকিতে মিলায়ে যান।
ধরেছে চরণ ছায়া যাঁর অনন্ত বিমান,
ভূলোক দ্যুলোক যাঁর ইঙ্গিতে পেয়েছে প্রাণ,
গগনে গগনে উড়ে যাঁর জ্যোতির নিশান,
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর নাহি কোথা ব্যবধান।
সে আলোর অন্ত নাই কে করিবে পরিমাণ ;
সে সূর্য্য উদয় হ'লে কোটী সূর্য্যের সমান।
হৃদাকাশে নিত্য তাঁরে নিরখি জাজ্বল্যমান,
জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ সত্যরূপ পূর্ণজ্ঞান—
বারেক পেয়েছ যদি তুচ্ছ করি ধনমান
রাখ তাঁরে নিরবধি, দিয়ে ফেল মনপ্রাণ।
মোহমেঘ ছিন্ন কর দিবানিশি কর ধ্যান ;
ভক্ত হৃদে শুধু তিনি নিরন্তর দেখা দেন।

———

ক্ষমা কর।

মুলতান।

ক্ষমা কর মোরে পিত ক্ষমা কর নাথ ;
জীবনে দহেনা যেন শত বজ্রাঘাত ;
তোমার বিরোধী হ'য়ে
লুকা'ব কোথায় গিয়ে ?
যেখানে যাইনা কেন থাকে সাথে সাথ।
লুকায়ে যা' করি আমি,
তাহা সব অন্তর্যামি
আগে হ'তে জান, ধরা পড়ি হাতে হাত ;
তবে কেন মিথ্যা ল'য়ে,
সারা দিন মরি ভয়ে
করিয়া জীবন ক্ষয় হই আত্মঘাত।
জাগ্রত রয়েছ চেয়ে প্রাণে দিবারাত।

বরষায়।

মেঘমল্লার।

হৃদয়ে গম্ভীর নাদ গুরু গরজন;
অবিরত কৃপাবারি হয় বরিষণ।
বৈরাগ্যের ঘনঘোর করিয়াছে মেঘ—
বহিছে প্রবল বায়ু ভক্তির আবেগ;
মধুর ষড়্জ স্বরে আরাধনা স্তব
ময়ুর ময়ুরী ফুল্ল করে কেকারব;
মরম নিকুঞ্জ মাঝে মধুর সুগন্ধে
পুলক কেতকী কত ফুটেছে আনন্দে;
হানিছে বিবেক চমকিয়া দশদিশি
চিত্তে ঘন ঘন—কেমনে যাপিব নিশি?
ভাবনদী ব'হে যায় উত্তাল তরঙ্গে
বাসনার দুই কূল ভাসাইয়া রঙ্গে;
ঘোর অন্ধকার মাঝে ভরা বরষায়
একা হেথা ব'সে আছি তব ভরসায়।

———

মহার্ণব।

পরজ।

জ্ঞানের সাগরে ডুবে হয়ে গেছি জ্ঞানহারা,
ঝরিতেছে আলোকের অনন্ত নির্ঝর ধারা ;
ডুবে আছে প্রাণ মোর তারি মাঝে একেবারে,
দ্যুলোক ভূলোক লীন জ্যোতির্ম্ময় পারাবারে।
নাহি চন্দ্র সূর্য্য দেখি, নাহি দেখি গ্রহতারা,
বিগলিত চারিদিকে জ্যোতির সমুদ্র পারা ;
নীরব ইন্দ্রিয় সব, সুনিস্তব্ধ কলরব ;
প্রশান্তিতে ডুবে গেছে সমুদয় অনুভব ;
জ্ঞান কি অজ্ঞান এবে কিছু বুঝা নাহি যায়,
একাকার মিশে গেছে নিষ্কলঙ্ক চেতনায় ;
অগম্য অচিন্ত্য পূর্ণ কোথাও পাইনা তল ;
বিমল আনন্দ-রসধারা বহে অবিরল ;
মুছে গেছে সব চিন্তা নাহি সুপ্তি জাগরণ ;
চারিদিকে মহার্ণব—ব্যাপ্ত জ্যোতির কিরণ।

ধন্য।

ঝিঁঝিঁট।

সকলে দিয়াছে মোরে দূরেতে তাড়ায়ে ;
তুমি লইয়াছ কোলে দু হাত বাড়ায়ে।
তোমারে লইতে দেখি সকলেই এসে
আদর করিছে মুখে অতি ভালবেসে ;
যখন করিত সবে অতি তুচ্ছ ঘৃণা,
তখন আসিয়া তুমি শুনাইলে বীণা
ঝঙ্কারিয়া সুমধুর; সে বীণার স্বরে
শুনি যবে মুগ্ধ চিত, তবে হাত ধরে'
লয়ে গেলে তব গৃহে, বসাইলে পাশে ;
ঘুচাইলে সংসারের বন্ধন পাশে।
পতিতেরে কৃপাবশে করেছ পাবন ;
প্রেমের বন্যায় হৃদি হইল প্লাবন ;
জগতে আছিনু আমি মলিন জঘন্য—
আমারে করিলে তুমি চির ধন্য ধন্য।

হোমানল।

সারঙ্গ।

অনন্ত বহ্নি যেই জ্বলে অহর্নিশি,
সেই হোমানলে শুদ্ধ হয় দশদিশি ;
যে আছ মনের মাঝে পরম সাগ্নিক,
রক্ষা কর সেই অগ্নি প্রাণের অধিক ;
প্রভাত সায়াহ্নে নিত্য প্রতি হোমবেলা,
জ্বালাইতে বহ্নি করিওনা অবহেলা।
সে অনল কিছুতেই হয়না নির্ব্বাণ,
অন্তরে সে অনলের সদা ধর ধ্যান ;
হইবে শোধন তাহে তব চিত্ত গেহ।
জপ তপ পূজার্চ্চনা হৃদয়ের স্নেহ-
হবি ঢাল যদি, কর চির প্রদক্ষিণ,
তাহ'লে সতেজ র'বে, হবেনাক ক্ষীণ।
সাগ্নিক ঋষির মত সেই সে অনল
যে পূজিবে সে পাইবে ধন জন বল।

অন্ধ।

কেদারা।

এত আলো এত রূপ
ঢাকিয়াছ মোর কাছে ;
বসে' আছি অন্ধকূপ
ঘোর আঁধারের মাঝে।

সৌন্দর্য্যেতে এই বিশ্ব
করিয়াছ পরিপূর্ণ ;
সেথা বসে আছি নিঃস্ব
হৃদয়টী ভগ্নচূর্ণ।

কতইনা আছে দৃশ্য
কতইনা আছে সুখ ;
কিছুই দেখিনি বিশ্ব,
সদা পাইয়াছি দুখ।

কত দিকে কত খেলা
চলিয়াছে নিশিদিন ;

আমিই শুধু একেলা,
বসে' আছি দীনহীন।

কি দোষে করিলে মোরে
সংসারেতে চির অন্ধ ;
রাখিলে আঁধার ঘোরে,
চক্ষু দুটী চাবিবন্ধ।

পথিকেরা আসে যায়,
কেহই চায়না ফিরে ;
শুনেছি তব কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায় ফিরে।

দয়াময় শতবার
পড়ি আমি তব পায় ;
আলো-রূপ দেখিবার
প্রাণে বড় সাধ যায়।

সমর্পণ।

পরজ।

তাঁর কাজে সঁপিয়াছি সব কামনায় ;
চাহিনাক কোন সুখ,
সদা বিলাসে বিমুখ,
ধনজন যাহা কিছু তাঁহারি কৃপায় :
সব দিই তাঁর পদে,
মাতিনাক ধনমদে,
আনন্দেতে পূর্ণ হৃদি তাঁরি গান গায়।
তাঁহারে পেয়েছি বলে'
সে অবধি গেছি গলে',
ভালবেসে সবারেই ডাকি আয় আয় ;
যবে কর্ম্ম করি মিলে,
শুভফল তিনি দিলে
সে ফল সঁপিয়া দিই চরণ সেবায় ;
প্রেমানন্দে ল'য়ে যাই প্রসাদ সবাই।

তাপিত অন্তরে করহে শীতল।

খাম্বাজ।

তাপিত অন্তরে করহে শীতল,
মগ্ন হও সুধাসাগরে অতল ;
বিরাজেন ব্রহ্ম দেখরে নিষ্কল,
তাঁর পদে চিত্ত রাখ অবিচল।
হৃদয়ের মাঝে কিবা ঢল ঢল
ফুটে আছে দেখ শুভ্র শতদল ;
বিকীরিত যার পুণ্য পরিমল,
গুঞ্জরিছে যেথা ভাব ভৃঙ্গদল।
দেখ তাঁরে চিত্তে অতি নিরমল,
ভুলে যাও সব শুষ্ক কোলাহল—
সংসারের ধূলি বিষয়ের ছল।
অমৃত সাগরে ডুবিয়া অতল
ধুয়ে মলিনতা হও সুবিমল ;
পান কর চিত্তে শান্তি সুশীতল।

ক্রীতদাস।

দেশ।

কে বলে জগত হ'তে ক্রীতদাস প্রথা
বহুকাল উঠে গেছে—তাহা মিছা কথা।
একবার দেখ গিয়া রাজ-অন্তঃপুরে,
ভক্তজন কত শত ক্রীতদাস ঘুরে।
মধুময় স্বাধীনতা দিয়া বিসর্জ্জন
স্বেচ্ছায় দাসত্ব ব্রত করেছি বরণ ;
বহুমূল্য আত্মজ্ঞান অর্থতরে, হিয়া
আপনারে দিয়াছে যে বিক্রয় করিয়া।
ইচ্ছা যদি হয় তাঁর করিতে বিনাশ,
কোন দুঃখ নাই তাহে শির পাতি দিতে ;
করি যাব প্রিয় কাজ জীবন থাকিতে।
তাঁর তুল্য সুমহান বিশ্বে আছে কেবা ?
একমাত্র প্রভু তিনি—করি পদসেবা
পড়ে আছি তাঁর কাছে চির ক্রীতদাস।

বসন্তে।

বসন্ত।

বসন্ত আসিলে জাগে কি আনন্দ প্রাণে ;—
বহে মধু সমীরণ,
শোভে চারু উপবন,
মুখরিত চারিদিক বিহগের গানে ;
খুলেছে জড়তা-ঢাকা,
সমীরে সুগন্ধ মাখা,
ছুটেছে সবাই এবে দশদিক পানে ;
করে সবে কোলাকুলি,
প্রেমভরে দুলি দুলি,
ত্যজিয়াছে তুচ্ছ ভাব মান অভিমানে ;
মধুময় এ সময়ে
পবিত্র হৃদয় ল'য়ে
ছুটে যায় প্রাণ অলি তব সুধাপানে ;
গুঞ্জরিয়া গাহি' গান মহিমা বাখানে।

———

অগ্নি।

সারঙ্গ।

যেখানে জ্বলিতে তুমি সমুজ্বল তেজে,
সেথায় সামান্য অগ্নি বসিয়াছে সেজে;
তোমার আসনে বসি আকম্পিত দেহ,
নিশিদিন শুষ্কপ্রাণে চাহে তাই স্নেহ।
তোমারে বিরাট দেখি তীব্র হিংসানলে,
সারাক্ষণ রোষভরে দগ্ধ প্রাণে জ্বলে';
সে জ্বালায় সমুত্থিত হয় মহা ধূম;
যাগ যজ্ঞ আড়ম্বর তবু চাহে ধূম;
ক্ষুদ্র অগ্নি কণামাত্র তব তেজ পেয়ে
ভস্মসাত করে সবে চৌদিকে ধেয়ে;
সেই সে অনলে ক্ষুদ্র যত মূঢ় জনে
তোমার সমান বলে' পূজে কুলগনে।
সরস আনন্দ তব খেলে চরাচর;
কোথায় সামান্য অগ্নি!—ভূমা মহেশ্বর!

ফলবান বৃক্ষ।

ছায়ানট।

আজিকে জীবন বৃক্ষ ধরেছে সুফল ;
ফল ভারে নত তরু চায় পদ তল।
পাপের কুঠারে যেন না কাটে আমায়,
উত্তাপে হয়না যেন শুষ্ক দগ্ধ প্রায়।
রোমাঞ্চিত কর চিত পুণ্য বরিষণে ;
জীবন উজ্বল কর নবীন কিরণে।
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে জ্যোতির্ম্ময় তীরে,
আসে তব পরশন অমৃত সমীরে ;
করেছ গোপনে তুমি রসের সঞ্চার,
পেয়ে তাই শুষ্ক তরু মুঞ্জরে আবার ;
আজি তাই সুধামাখা ধরিয়াছি শিরে
রাগরক্ত ফলভার পল্লবেতে ঘিরে ;
আনন্দেতে পরিপক্ক সেই ফলরস,
ভক্তবৃন্দ পান করি হইবে সরস।

মন।

কানাড়া।

মনেতেই পাপ পুণ্য মনেতেই সব,
মনেতে চাঞ্চল্য পূর্ণ বাহিরে নীরব
সাধু সে পরম ভণ্ড
পাইবে ভীষণ দণ্ড,
গলে মালা জপ তপ তার বৃথা সব,
লোক-প্রবঞ্চনা তরে দেবতার স্তব।

মিলায়ে মনের সঙ্গে যদি গাহ গীত
সে গানে সবার মন হয় বিগলিত ;
ঠিক রাখ আগে মন,
তবে সব সুশোভন ;
সামান্য তোমার কার্য্য মনের সহিত,
বিশ্বের সাধিতে পারে সুমহান হিত।

———

সোঽহং।

বেহাগ।

যে বলে সোঽহং ব্রহ্ম পরমাত্মা আমি,
সে মহাদাম্ভিক গর্ব্বিত নিরয়গামী।
স্পর্দ্ধা তব কম নয়—তুমি ক্ষুদ্র জীব
অকৃতজ্ঞ বল কিনা তুমি সেই শিব!
জগতে পূজিছে যাঁরে কোটী কোটী লোক,
তাঁর সাথে সমকক্ষ তোমার আলোক?
অনন্ত পুরুষ সেই যাঁর শক্তিবলে
অগণিত লোক সব নিয়মেতে চলে;
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁর নিমেষের খেলা,
অহঙ্কার দর্পভরে তাঁরে কর হেলা?
বিশ্বপতি তিনি এক মহান মহান,
বিশ্বে কেহ নাহি জেনো তাঁহার সমান।
তাঁর কৃপা সার এক যাহে মুক্তি দিবে;
যাও গিয়া পড় তাঁর চরণ-রাজীবে।

পুণ্যপথ।

বাগশ্রী।

পাপে বশীভূত মন পায় দুঃখ দণ্ড ভয়,
শরীরে বিকার হ'লে বিষ-ঔষধ সেব্য হয়।
স্বস্থ চিত্ত স্বস্থ দেহ
ঈশ্বরের পায় স্নেহ,
পাপীরে বিকৃত করে মহাদুষ্ট রিপু ছয়—
কামনা শৃঙ্খলে বাঁধি রাখে তা'রে নিরদয়।
পড়ি ঘোর কারাগারে
যাবে তুমি কার দ্বারে—
কেন দুঃখ পাও সদা না করিয়া রিপুজয় ?
অমূল্য জীবন তব করিতেছ বৃথা ক্ষয়।
যদি চাও স্বাধীনতা,
দূরিবে সকল ব্যথা,
চল তবে পুণ্যপথে কর তাঁর পদাশ্রয়—
মুছে যাবে দুঃখ শোক হবে সদা নিরভয়।

কই প্রাণ দিতে পারি?

খাম্বাজ।

কই প্রাণ দিতে পারি আমি তাঁর কাজে?
কেবলি মুখেতে বলি কত কথা বাজে।
সম্মান প্রতিষ্ঠা লোকে
এরে দেখি বড় চোকে,
ভুলে যাই তাঁর কথা বৃথা ভয় লাজে,
তাঁহারে ছাড়িয়া খুঁজি সুখ্যাতি সমাজে।
সারাক্ষণ থাকে চিত
বিষয়েতে লালায়িত,
সংসারেতে কত রূপ ধরি নানা সাজে;
তনু মন মগ্ন হয় বিলাসের মাঝে।
প্রাণের সর্ব্বস্ব যিনি
চিনেও না তাঁরে চিনি,
সদা সঙ্কুচিত যেন মোহ মিথ্যা মাঝে—
কই প্রাণ দিতে পারি আমি তাঁর কাজে?

রেখো।

সাহানা।

যদি প্রলোভনে নিত্য পড়ে মম চিত,
ক্ষমা কোরো তবু মোরে ক্ষমা কোরো পিত।
যদি তব সুশাসন আমি নাহি মানি,
দণ্ড দিও প্রভু তবে ল'য়ে যেও টানি ;
যদি কভু বৃথা কাল কাটাই আলসে,
শ্রমজীবী কোরো মোরে যন্ত্রণার বশে ;
পরকে যন্ত্রণা দিয়ে যদি পাই সুখ,
আমায় আচ্ছন্ন করে যেন ঘোর দুখ ;
যদি মিথ্যা কথা বলে' করিগো বঞ্চনা,
সে ধন না থাকে যেন মোর এক কণা ;
তব ধন ল'য়ে যদি নাহি করি পুণ্য,
মোর ধনাগার তুমি করে' দিও শূন্য ;
যা করিবে কোরো মোরে রেখো পাদমূলে,
ভাসায়ে দিওনা যেন পাথার অকূলে।

অন্তর্যামী।

দেশ।

অন্তর্যামী তুমি জানিছ সকলি ;
অন্তরের পাপ লুকাব কি বলি ?
তুমি জান সব কথা,
দুঃখ সুখ মনো ব্যথা,
কোন্ ভাবমেঘে চমকে বিজলি—
কোন্ মধুপানে ছোটে মুগ্ধ অলি।
যত কেন পাপী হই,
আশা বুকে বেঁচে রই—
ধুয়ে দেবে সব প্রেমেতে বিগলি ;
জানি ছেড়ে তুমি যাবেনাক চলি।
যদিবা দগধ প্রায়
জীবন হইয়া যায়
শুকায়ে দিওনা মোর প্রাণ কলি,
কৃপা-বারি দিয়ে বাঁচায়ো সকলি।

ঝটিকায়।

মল্লার।

ঘোর ঝটিকার মাঝে ভবের সাগরে
তুমি যবে কর্ণধার ভয় নাহি করে ;
মোহমেঘ আসি যবে ঢাকে মম চিতে,
হিংসার বিদ্যুৎ ছটা থাকে চমকিতে,
ক্রোধ হ'তে যবে হয় অশনি নিনাদ,
চৌদিকে কামের রঙ্গ ঘটায় প্রমাদ,
সে সময়ে পাই যদি তোমার আশ্রয়,
তখন নিশ্চিন্ত মনে থাকিগো নির্ভয়।
জানি, যবে তুমি মোর ধ'রে আছ হাল,
চলে যাব তুলে শুভ্র আনন্দের পাল ;
সংসারের চারিদিকে ভীষণ তরঙ্গে
ক্ষুদ্র মোর প্রাণতরী যদি বড় দুলে,
বিপদ-কাণ্ডারী তুমি যবে আছ সঙ্গে,
জানি শীঘ্র লয়ে যাবে শান্তি-সুপ্ত কূলে।

———

জননী উঠায়ে লও।

জয়জয়ন্তী।

মগ্ন যবে পাপপঙ্কে জননী উঠায়ে লও ;
শান্তির অঞ্চল দিয়া অন্তর মুছায়ে দাও।
ধুলায় খেলিতে খেলা
কেটে গেছে সারা বেলা,
মলিনতা মেখে আছি অঙ্কেতে তুলিয়া লও।
ওই কোল ছেড়ে আমি
হইয়া বিপথগামী,
কাঁদিয়া এসেছি ফের শেষে হইয়া উধাও ;
গৃহেতে এসেছি ফিরে,
ডাকি তাই জননীরে,
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ বক্ষের সুধা পিয়াও।

———

জপ'রে অন্তরে।

মালকোষ।

জপ'রে অন্তরে পরব্রহ্ম জ্ঞানময়,
শুভ্র মহিমা ছটায় দূরে যাবে ভয় ;
রচিলেন বিশ্ব যিনি পূর্ণ জ্ঞান বলে,
ব্যাপ্ত সর্ব্বত্র তিনি শূন্যে জলে স্থলে ;
দিবাকর প্রতিবিম্ব সাগরের জলে
পড়িলে, সলিল রাশি যেমন উজলে,
অন্তরেতে পড়িয়াছে প্রতিচ্ছায়া তাঁর—
সে জ্যোতির সীমা নাই অনন্ত অপার ;
সে জ্যোতির কণা পেয়ে হইয়াছে ধন্য
তারকা নক্ষত্র গ্রহ আকাশে অগণ্য।
নিশিদিন অনুক্ষণ কর তাঁর জপ,
হৃদয়ে অক্ষর জ্যোতি কর অনুভব ;
স্থিরাসনে বসি সদা হের সেই জ্যোতি,
পূর্ণ তব মনস্কাম হবে শুভ গতি।

অন্নপূর্ণা।

কুকভ।

জননি গো অন্নপূর্ণা এসেছি এ তব দ্বারে,
তোমার প্রসাদ অন্ন এক মুষ্টি লভিবারে ;
ভ্রমিয়াছি সারাপথ,
অবশেষে শ্রান্তপদ,
ক্ষুধায় কাতর প্রাণ আর চলিতে না পারে।
শুনিয়া তোমার নাম,
পূরিয়াছে মনস্কাম
বহুদূর হ'তে আসি বসিয়াছি পথধারে
যাহাদের আছে ধন
তারা পায় দরশন,
দেবে কি দরিদ্রে দেখা আজি ভিখারী আমারে ?
দাও তব সুধা অন্ন
জীবন হইবে ধন্য
ধনধান্য পরিপূর্ণ আছে তব ভাণ্ডারে,
দয়াময়ী ফিরায়োনা শূন্য হস্তে অভাগারে।

আরাধনা।

নারায়ণী।

যিনি করিয়াছেন এ ব্রহ্মাণ্ড রচনা,
তাঁহারে সতত কর হৃদয়ে ভজনা।
কত লোক কত রাজ্য না হয় গণনা;
অসীম তাঁহার বল অবোধ জাননা?
কত দেব উপদেব মর্ত্ত কত জনা,
ঋষি মুনি যোগী কত করেন সাধনা,
যক্ষ রক্ষ কত নাগ ধরে আছে ফণা,
স্থন্দরী রূপসী কত বিশ্ব-বিমোহনা,
অসংখ্য কীটানুকীট পতঙ্গ কতনা,
কিছুরই সীমা নাই যতই দেখনা।
সূর্য্য চন্দ্র এ পৃথিবী ক্ষুদ্র এক কণা;
তাঁর সাথে কাহারো যে না হয় তুলনা;
নিশিদিন ভজ তাঁরে হ'য়ে এক-মনা,
ভক্তি-ভরে কর তাঁর শুভ আরাধনা।

———

মহত্ত্ব।

সোহিনী বাহার।

প্রাণপূর্ণ মহাকাশ অনন্ত বিশ্ব জগৎ ;
মহাপ্রাণে মিলায় যে প্রাণ সেই সে মহৎ।
কি ফল লভিয়া প্রাণে
প্রাণদাতা যে না জানে,
জনম মরণ কীট তুচ্ছ তাহা তৃণবৎ ;
মহাপ্রাণ পেলে পরে
মহাশক্তি আসে জড়ে,
পঙ্গুও লঙ্ঘন করে অতি উচ্চ পর্ব্বৎ ;
মর্ত্ত যে অমর হয় মুক্ত থাকে তার পথ।
মহাপ্রাণে হ'লে লয়,
অহঙ্কার দূর হয়,
ধন্য হয় তার প্রাণ সিদ্ধ হয় মরোরথ ;
মহাপ্রাণে মিলায় যে প্রাণ সেই সে মহৎ।

আশ্রিত।

সারঙ্গ।

অগ্নিদেব যাঁর পানে ছুটে ঊর্দ্ধশিখ,
দেখ তাঁরে চিত্তে জ্ঞাননেত্রে অনিমিখ;
সে তেজের কাছে সূর্য্যতেজ হয় খর্ব্ব,
সে জ্ঞানের মাঝে হারা হয় জ্ঞানগর্ব্ব;
সে অসীমে ডুবে যায় অনন্ত আকাশ;
সর্ব্বলোক পদানত আজ্ঞাবহ দাস।
তিনি এক বিশ্বপতি আর আছে কেবা!
মোদের পরম ধন তাঁর পদসেবা।
দেবদেব বিরাজেন, যাঁর উপাসনা
সকল দেবতা করে হ'য়ে এক মনা;
ভয়ানক যদি তাঁর জাগে বজ্রদণ্ড,
মুহূর্ত্তে করিতে পারে বিশ্ব খণ্ড খণ্ড;
তিনি ভূমা, ক্ষুদ্র মোরা পরমাণু সম;
তিনি প্রভু বিশ্বে, মোরা আশ্রিত পরম।

কেবা আপনার তোমা চেয়ে।

টোড়ি।

মানিবনা আমি লোক ভয়,
শুনিবনা কারো মুখমিষ্টি,
যদি তব কাজে বিঘ্ন হয়,
চাহি প্রাণে তব শুভদৃষ্টি।
সুমিষ্ট কথায় সবে মোরে
লয়ে যায় একেবারে টেনে ;
দেখি তোমা হ'তে বহুদূরে
চলে গেছি কোথা নাহি জেনে।
সম্পদ দেখিলে সকলেই
যত্ন করে অতি কাছে এসে ;
বিপদে পড়িলে কেহ নেই,
সবে চলে' যায় কোন্ দেশে।
তুমি সখা এক দেখ চেয়ে
সম্পদে বিপদে অনুক্ষণ ;
কেবা আপনার তোমা চেয়ে,
চাহি শুধু তব স্নেহ-ধন।

কষ্টে সুখ।

ইমনকল্যাণ।

কাতর হইলে দুঃখে সবাই তোমারে ডাকে,
নহিলে ভোগেতে মত্ত মক্ষিকারা ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিছায়ে লালসা-পাখা বিষয় কুসুমে ফিরে ;
তখন একটী বার তোমায় দেখেনা ফিরে।
কালরিপু আসি যবে মধুচক্র ভাঙ্গি দেয়,
ঊর্দ্ধশ্বাসে সবে তবে তোমা পানে ছুটে যায়।
দাও কষ্ট দাও দুঃখ যত পার হে ঈশ্বর !
সহিতে পারিব সব তোমাতে করিয়া ভর।
কিহবে সে সুখ লয়ে কুপথে যা' লয়ে যাবে ?
কিহবে বিষয় ভোগে দূরিবে যা' শুভ ভাবে ?
নশ্বর সকলি হেথা নহে কিছু চিরস্থায়ী ;
তুমিই অবিনশ্বর, জীবনে তোমারে চাহি।
তোমারে পাইতে যদি কষ্ট পাই অবিরাম,
তাহাতেও মহাসুখ হৃদে পাই যে আরাম।

ভক্তি।

বিভাস।

ক্ষুদ্র মোর শক্তি ;
সংসারেতে জানি সার একমাত্র ভক্তি।
সূর্য্য যবে ওঠে
ক্ষুদ্র শতদলটুকু সেও ওঠে ফুটে ;
পূর্ণচন্দ্র দেখে
সাগর উথলি উঠে জোছনায় মেখে ;
সমীর পরশে
তরুলতা কুসুমিত হয় সুধারসে ;
ক্ষুদ্র নদীস্রোত
সাগর তরঙ্গে মিশে হয় ওতপ্রোত ;
সেই মত আমি
মহান শকতি পাই ভক্তিভরে স্বামি !

———

একা।

মালকোষ।

আমি একা আমি একা,
তুমি মোরে দাও দেখা।
তোমার কথা না শুনে
পড়ে' আছি এক কোণে,
দেখেও দেখেনা কেহ,
করেনা আদর স্নেহ ;
তুমি চাহ নাই বলে'
কেহ ডাকে নাই কোলে,
মনে হয় শূন্য গেহ,
ধূলায় লুণ্ঠিত দেহ।
যত দোষ করি আমি,
ক্ষমা কর অন্তর্যামি !
কাছে মোরে ডেকে লহ,
শুভবাণী শুনি কহ ;
তব স্নেহরস পেলে,
হাসিয়া বেড়াব খেলে।

যদি তুমি সমাদরে
ডাক আয় আয় করে’,
তখন সকলে এসে
ডাকিবে গো ভালবেসে।

অভিসারী।

ঝিঁঝিঁট।

মরি সেই রূপ কিবা মনোহারী!
মরম-নিকুঞ্জ মাঝে রাজে পরম বিহারী।
সেই সুধা মাঝে নিত্য
বিভোর র’য়েছে চিত্ত,
আঁধার যমুনা পারে দেখি প্রেম-বংশীধারী।
সে কি মূরতি সুন্দর!
অমূর্ত্ত যে পরাৎপর—
দেখি’ তাঁরে সে অবধি হইয়াছি অভিসারী।
মরি সেই রূপ কিবা মনোহারী!

নিন্দা।

মুলতান।

নিন্দা করিতে দাও ;
কারো কথা নাহি শুনে অকাতরে প্রাণপণে
শুভ কাজ করে' যাও ;
নিন্দা করিতে দাও।
যবে সারা বর্ষ পরে বৃক্ষে সুধা ফল ধরে,
অপরেতে খায় তা'ও ;
তেমনি হে ধন জন কর তাঁরে সমর্পণ,
পরহিতে প্রাণ দাও ;
অহঙ্কার বলি দাও।
অপরের নিন্দাবাণে যদি ক্ষত হয় প্রাণে,
সহ্য করে' তাহা যাও।
নিন্দা করিতে দাও।

অনিত্য।

ধানশ্রী।

নিত্য মরিতেছে লোক,
নিত্য হাহাকার শোক,
অহঙ্কার অভিমান যায় নাক তবু;
ধনগর্ব্বে মাতামাতি,
উচ্চনীচ কুলজাতি,
তুচ্ছ তমোভাব সংসারী ছাড়েনা কভু।
সুপণ্ডিত জ্ঞানভরে
রাশি রাশি তর্ক করে,
ধর্ম্মের করিয়া গ্লানি হৃদে সুখ পায়;
কুটতর্কে নৈয়ায়িক
তাঁহারে মানেনা ধিক
দুবেলা উদর পূরি যাঁর অন্ন খায়।
ক্ষণস্থায়ী এ সংসারে
চির মায়া রেখোনারে;
কবে চলে' যেতে হবে কিছু ঠিক নাই;
ত্যজ বিদ্যা অভিমান

কর তাঁর গুণগান,
তিনি বিনা এ জগতে অনিত্য সবাই।

না ক'রো অনিষ্ট।

বৈরোঁ।

করিলে তোমার হিংসা তবু না ক'রো অনিষ্ট;
মারিলে তোমারে যষ্টি
পেতে দিও দেহযষ্টি,
শুনায়ো বচন তারে হৃদয়ের অতিমিষ্ট।
মঙ্গলের পথে চল,
সত্যে থাক অবিচল,
দূর কর খলভাব মনে সদা থাক হৃষ্ট;—
পদে তব অবনত
হিংস্র জীব হবে যত,
ভুলে যাবে তারা হিংসা হবে তারা শান্ত শিষ্ট;
করিলে তোমার হিংসা তবু না ক'রো অনিষ্ট।

থাকিওনা বসে'।

আলাইয়া।

আর থাকিয়োনা বসে'
ধনমান দর্প চূড়ে ;
প্রেমের মঙ্গল শঙ্খ
বাজিয়াছে বিশ্ব জুড়ে।
ছাড় বিলাসের গেহ
আঁধার মলিন প্রাণ ;
বিষম সন্দেহ দূরি'
নিত্য কর সমুত্থান।
ছুটিয়াছে দেখ ওই
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা ;
লোকে লোকে সকলেই
প্রেমভাবে আত্মহারা।
প্রেমের সুপথে চল
ধরি সবে হাতে হাত ;
গাও তাঁর জয়গান
যিনি আদি বিশ্বনাথ।

হৃদয় কুঞ্জে।

বেলাবল।

তাঁর আখির কিরণ রেখা
হৃদয়-কুঞ্জে পাইলে দেখা,
ভাবের কুসুম যত ফুটি উঠে অনুরাগে ;
জীবনে ধীরে বহিয়া যায়
প্রসাদ-ভরা মলয় বায়,
বিকশিত হৃদি ছায় আনন্দ-পুষ্প পরাগে।
প্রভাত হ'লে মধুরস্বরে
ঘুচিলে মোহ পুলকভরে,
প্রেমগান গাহিবারে মরম-বিহগ জাগে।
মনের সাধে নিরখি তাঁরে
ডুবে যাই রসের পাথারে,
বিশুষ্ক বিরহ মাঝে আর না রহি বিরাগে।
বহিলে সেই সুখসমীর
মুছে যায় দুঃখ অশ্রুনীর,
মধুকর চিত্ত মোর গুঞ্জরি' আসে সোহাগে।

দণ্ড মঙ্গলের জন্য।

বাহার।

দণ্ড যে দিয়াছ নাথ,
তাহা মঙ্গলের জন্য ;
কষ্টেতে তোমারে ডেকে
হইয়াছি চির ধন্য।
সুখ সমীরণে ভাসি
তোমারে ভুলিয়া গিয়া,
বিলাসের পুষ্প-হাসি
কত লইগো তুলিয়া ;
সে সময়ে যবে হয়
জীবন কণ্টকে ক্ষত,
যন্ত্রণায় তবে হয়
তব পদে অবনত ;
তখন অমৃত সেকে
নবীন জীবন পেয়ে
চলিছে তোমার পথে
মঙ্গল সঙ্গীত গেয়ে।

তিনি বিনা কে করিবে উদ্ধার।

মালকোষ।

চেতনা হয়না কিছুতেই কারো,
সুখের লাগিয়া ফিরে ;
জানে যদিও সে সুখরাজ্যে ঘোর
মৃত্যু রহিয়াছে ঘিরে।
প্রলোভনে পড়ে’ বিলাসের রসে
উপভোগ সবে চায় ;
ঘোর দুঃখে শেষ পায় মহাক্লেশ
মরণের যাতনায়।
ক্ষণিক সে সুখে অমূল্য জীবন
বৃথা যদি হারাইবে,
জীবন ধারণ না ছিল সে ভাল,
কিসে সুফল মিলিবে ?
সময় থাকিতে এখনো কাতরে
ডাকহ অনন্ত শিবে ;
তিনি বিনা কেবা করিবে উদ্ধার
যাঁর দয়া সর্ব্বজীবে।

স্বদেশ বিদেশ।

দেশ।

স্বদেশ বিদেশ সমান তোমার কাছে,
দেশে দেশে তব মধুর সঙ্গীত বাজে ;
সুন্দর কতই ছবি শোভে দিকে দিকে ;
জগতে মঙ্গল বাণী রাখিয়াছে লিখে।
কত সূর্য্য কত চন্দ্র অন্ত নাহি তার,
চলিয়াছে সবে তা'রা নিয়মে তোমার ;
সবার উপরে তব সমদৃষ্টি রাজে ;
বিশ্বের সকল লোক সৌন্দর্য্যের সাজে।
যেদিকে ফিরাই আঁখি তব স্নেহ সুধা
সবাকার অনুক্ষণ মিটাইছে ক্ষুধা।
তব সুশাসনে এক ফিরে সব লোক ;
অনন্ত আকাশে চলে মহাযোগাযোগ।
সকলেই চলে প্রভু তোমার আদেশে,
আজ আছে হেথা ফের কোথা যাবে ভেসে।

দেখা দাও।

কেদারা।

হে ঈশ্বর দেখা দাও ;
হৃদয়-আসনে দেব অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বারেক দাঁড়াও।
পূর্ণ তব মধুরিমা,
নাহি তার পরিসীমা ;
চরণের সুধা দিয়ে তাপিত পরাণ আমার জুড়াও ;
হে ঈশ্বর দেখা দাও।

প্রাণাধিক প্রাণনাথ ;
বিরহে কাতর আমি নিরাশা-আঁধারে বসি দিবারাত ;
একবার দিলে দেখা,
প্রভাকর রশ্মিরেখা
জীবনে ফুটাবে উষা—জাগিবেরে প্রাণে শুভ সুপ্রভাত
প্রাণাধিক প্রাণনাথ।

জগদেব দেখা দাও ;
সুশীতল শান্তি নীরে অনন্ত মরুভূ বন্যায় ডুবাও।

শ্যামল করগো প্রাণ,

শিখাও মঙ্গল গান,

ফল পুষ্পে চারিদিক জীবন উদ্যান মোর ভরি দাও।

হে ঈশ্বর দেখা দাও।

কোন্ কুঞ্জবনে ?

গৌড় সারঙ্গ।

আজি লুকায়েছ তুমি

কোন্ কুঞ্জবনে ?—

বাসনায় পল্লবিত

মায়ার কাননে ?

প্রেম-হার গাঁথিয়াছি

বসি' নিরজনে ;—

কবে কণ্ঠে তুলি লবে

অতি সঙ্গোপনে ?

বৈরাগ্য বাঁশীর স্থর
বাজে সদা মনে ;
তোমারে না দেখি অশ্রু
ঝরে দুনয়নে।

কেন মোরে দাও দুখ
বিরহ দহনে—
হৃদয়ে না দিয়া দেখা
অনন্ত মিলনে ?

———

একি রঙ্গ !

কাফি।

আজি হেরি একি রঙ্গ !
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণেরে করি ভঙ্গ
দাঁড়ালেন হৃদে প্রভু হইয়া ত্রিভঙ্গ !
বংশীধ্বনি এক স্থুর
বাজাইয়া স্থমধুর
জ্ঞানরূপে নিরঞ্জন বিরাজে শ্রী অঙ্গ ;
নিরখি নয়ন ভরি' ওই রূপ রঙ্গ।
প্রেমের যমুনা বহে,
বিরহ আরনা দহে,
ভাসায়ে মিলনে কিবা পুলক তরঙ্গ ;
পরাণ আজিকে চায় তাঁর পরিষঙ্গ।
আজি হেরি একি রঙ্গ !

অনন্ত আরতি।

ইমনকল্যাণ।

হৃদয়-মন্দিরে দেখ জ্বলে দিবারাতি
কনক প্রদীপ শুভ্র অপরূপ ভাতি,—
পবিত্রতা-তৈলে সিক্ত জ্ঞানের বর্ত্তিকা
জ্বালায়ে রেখেছে সেই চির দীপশিখা।
সে আলোকে করিয়াছে ত্রিভুবন আলো,
এক বিন্দু মাঝে তার নাহি দাগ কালো ;
মধুর মঙ্গল শঙ্খ অনাহত বাজে,
মুগ্ধ চিত্তে শুন তাহা অন্তরের মাঝে ;
বৈরাগ্য চামর সদা করিছে ব্যজন—
দুর্গতি দূরিতে বহে পুণ্য সমীরণ ;
ভাবের সুগন্ধি ধূপে সুরভিত দিক,
প্রসাদের তরে ভক্ত বসি অনিমিখ ;
দেখ সবে হৃদয়ের অনন্ত আরতি !
অপ্রতিম বিরাজেন বিরাট মূরতি।

———

কোথায় না ব্যাপ্ত তুমি ?

খাম্বাজ।

কোথায় না ব্যাপ্ত তুমি ? গ্রহে উপগ্রহে
নক্ষত্র তারকা চন্দ্রে সূর্য্যে নীলাকাশে,
সজনে বিজনে বনে মিলনে বিরহে,
মৃদুমন্দ সমীরণে মধু ফুলবাসে,
সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বভাবে বিশ্বচরাচরে,
ভক্তি প্রেমে করুণায় হৃদয়ে অন্তরে,
কোথায় না রাজে তব প্রসারিত কর ?
যে জন মলিন হৃদে নরকের পঙ্কে
নিতান্ত ডুবিয়াছিল, সেও তব অঙ্কে
শোভে যেন ঢল ঢল সুধার আকর।
কোথায় না ব্যাপ্ত তুমি ? সঙ্গীতে আনন্দে
সুধা-বিমোহন নৃত্যে কত ছন্দে ছন্দে,
সর্ব্বত্র ত্রিলোকে তব চারু পদছায়া
দেখি মোর হয় কিবা পুলকিত কায়া।

আশা।

পূরবী।

কভু কর'নাক আশা—ওযে চির কর্ম্মনাশা ;
কিছু স্থির নহে জেনো সব শুধু ভাসা ভাসা।
আশার অক্ষরে যদি লেখ জীবন ফলকে,
অচিরে মুছিয়া যাবে তাহা নিমেষ পলকে।
বিষয় আশায় যদি ফের সদা বিশ্বমাঝে,
সময় না পাও কভু ডাকিবারে বিশ্বরাজে,
আশার কুহকে পড়ে' বৃথা তব হ'ল আসা—
কালের মোহিনী ফাঁদে জেনো রচিয়াছ বাসা ;
জালবদ্ধ বিহগেরে ব্যাধ আসি ধরে যথা,
সেইমত তোমারেও বাঁধিয়াছে আশালতা।
বাঁধিওনা গৃহ তব বৃথা আশা-বালুচরে,
মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যাবে কোথা নিরাশা সাগরে।
ছাড়িয়া আশার মদ ধরে থাক ধ্রুবপদ
করে যাও তাঁর কাজ হবে চির নিরাপদ।

পূর্ণ ।

কানাড়া ।

পূর্ণ শক্তি পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ প্রেম আনন্দেতে তিনি পূর্ণ :
ক্ষণমধ্যে চরাচর হয় বলেতে যাঁর চূর্ণ বিচূর্ণ ।
পূর্ণ সত্য পূর্ণ বল পূর্ণ রাজ্য পূর্ণ সম্পদ আধার ;
পূর্ণ তেজ পূর্ণ গতি পূর্ণাশ্রয় পূর্ণ অসীম অপার ;
পূর্ণ ঈশ পূর্ণ প্রাণাধীশ পূর্ণ মঙ্গল পূর্ণ সহায় ;
অপূর্ণ এ বিশ্বমাঝে তিনি বিনা পূর্ণ নির্ভর কোথায় ?
পূর্ণানন্দ পূর্ণশোভা পূর্ণ শরণ পূর্ণ জগন্নিধান ;
পূর্ণনাদ পূর্ণস্বাদ পূর্ণ বিচার পূর্ণ যাঁর বিধান ;
পূর্ণ দীপ্তি পূর্ণ তৃপ্তি পূর্ণ স্থিতি যিনি পূর্ণ একাক্ষর :
পূর্ণ শান্তি পূর্ণ কান্তি পূর্ণ দেব পূর্ণ জাগ্রত ভাস্বর ;
পূর্ণ দয় পূর্ণ জয় পূর্ণ ব্রত পূর্ণ মহিমা গৌরব ;
পূর্ণ প্রীতি পূর্ণ রতি পূর্ণ সৎ পূর্ণ যাঁহার সৌরভ,
পূর্ণ রাজা পূর্ণ কার্য্য পূর্ণ স্নেহ পূর্ণ যাঁহার বিরাগ
পূর্ণ কবি পূর্ণ ছবি পূর্ণ ছন্দগীত পূর্ণ পদরাগ ।